দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 5 APR 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

015

শিক্ষাঙ্গন

পৌরনীতি বইয়ে ভুল তথ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক ১৯৮৮ শিক্ষা বছরের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত "আধুনিক পৌরনীতি" বইয়ের ১৩২ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে "দাবীর টাকা চার হাজার টাকার উর্ধ্বে হইলে ঐ মামলা জেলা জজ আদালতে দায়ের করিতে হয়"। এটি ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে আদালতে মামলা দায়ের করার সময় বাংলাদেশ সরকারের ১৬-০১-৮৩ ইং তারিখের অধ্যাদেশ অনুযায়ী জুনিয়র মুন্সেফের ক্ষেত্রে ছয় হাজার টাকার পরিবর্তে বিশ হাজার টাকা এবং সিনিয়র মুন্সেফদের ক্ষেত্রে দশ হাজার টাকার পরিবর্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে। এর উপরের দাবীর টাকা বা বিষয়বস্তু হলে সাব-জজ কোর্টে মামলা দায়ের করতে হয়। জেলা জজ আদালতে সরাসরি দেওয়ানী মামলা দাখিল করার বিধান নেই। জেলা জজ দেওয়ানী মামলার আপীল শুনে থাকেন বা তা অতিরিক্ত জেলা জজ এবং সাব-জজ আদালতে শুনানির জন্য ট্রান্সফার করেন। আরো লিখা হয়েছে যে, "কয়েকজন এসেসরের সাহায্যে জেলা ও দায়রা জজ বিচার করেন"। এটিও ঠিক নয়। বর্তমানে দায়রা জজগণ কোন এসেসরের সাহায্যে বিচার করেন না। ১৯৭৮ সালের ল' রিফর্মস অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী এসেসর নিয়োগের বিধান বাতিল করে দেয়া হয়েছে। উক্ত অর্ডিন্যান্স ১৯৭৯ সালের ১ জুন হতে কার্জকর করা হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৮৭ সালে মুন্সেফ পদের পরিবর্তে সহকারী জজ করা হয়েছে।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—আলহাজ্ব আবু বকর সিদ্দিক